প্রতিষ্ঠার ৫০তম বছর উদযাপন করবে তিতুমীর কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৪ জুলাই ২০১৯ ০২:০৭

প্রতিষ্ঠার ৫০তম বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণজয়ন্তী, স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চার মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করতে যাচ্ছে তিতুমীর কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও কলেজের ৫০ বছর উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। টিপু মুনশি বলেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করা হবে সরকারি তিতুমীর কলেজের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। এ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছরের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে চাই। চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ২০২০ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ চার মাসব্যাপী চলবে অনুষ্ঠানমালা। এ উপলক্ষে ঃঃরঃঁসরৎ.ড়ৎম নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এতে তিতুমীর কলেজের সাবেক সব শিক্ষার্থী নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসেই আমরা পুনর্মিলনের আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনীতে সুবর্ণজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কিংবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথি করার বিষয়ে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি, শিক্ষাবান্ধব রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এ বিষয়ে আমাদের আমন্ত্রণে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করবেন। কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী টিপু মুনশি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৬৮ সালে রাজধানীর মহাখালীতে তিতুমীর কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'জিন্নাহ কলেজ' নামে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য মহাখালীতে অবস্থিত ডিআইটি খাদ্যগুদাম হিসেবে পরিচিত ভবনে জগন্নাথ কলেজের ডিগ্রি শাখাকে স্থানান্তর করেন এবং নামকরণ করা হয় জিন্নাহ কলেজ। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান রেডিও ও টেলিভিশনে এক ভাষণে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি স্থগিত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ হিসেবে কলেজের সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে। পরে আমরা সবাই মিলে বিকল্প একটি নাম চিন্তা করতে থাকি এবং ওইদিনই ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী মহান নেতা তিতুমীরের নামে কলেজের নামকরণ করা হয়। ওইদিন রাতেই নতুন নামে সাইনবোর্ড লেখা হয়। শুরু হয় তিতুমীর কলেজের ইতিহাস।